২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে মূসক সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহের সারাংশ:

[বি: দ্র: বাজেটে বর্ণিত পরিবর্তনসমূহ কোন তারিখ থেকে কার্যকর হবে, তা নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অর্থ আইন অনুসারে মূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিলসমূহ অর্থাৎ প্রথম তফসিল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যসমূহ), দ্বিতীয় তফসিল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ) এবং তৃতীয় তফসিল (সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহ) বাজেট ঘোষণার তারিখ থেকে অর্থাৎ ৯ জুন, ২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। আইনের অন্যান্য পরিবর্তনসমূহ ১ জুলাই, ২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এসআরও এবং সাধারণ আদেশের ক্ষেত্রে যদি এসআরও বা আদেশে উহা কার্যকর হওয়ার তারিখ উলেখ থাকে, তবে সেই তারিখ থেকে কার্যকর হবে। আর যদি কার্যকর হওয়ার তারিখ উলেখ না থাকে তাহলে জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।]

১. নিয়মিত দাখিলপত্র প্রদানকারীদেরকে সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে। সম্মাননা প্রদানের বিধিমালা/গাইডলাইন এখনও তৈরী হয়নি।

২. টার্ণওভার করের হার ৪ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ করা হয়েছে।

৩. সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সেবাপ্রদনকারী এবং ব্যবসায়ীদেরকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদান করা হতো। এখন উৎপাদক বা প্রস্তুতকারকগণও কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে, এখনও বিধি জারী করা হয়নি।

৪. জরিমানা ও অর্থদন্ডের পরিমাণ "অনুর্ধ্ব আড়াইগুণ" থেকে হ্রাস করে "অনুর্ধ্ব দেড়গুণ" করা হয়েছে।

৫. বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির জন্য আইনে ১১টি নতুন ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে। তবে, এখনও বিধি জারী করা হয়নি। বিধি জারী করা হলে স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

৬. রিফান্ড, পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত আলাদা হিসাবের খাত সৃষ্টি ও তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে।

৭. মূসক নিবন্ধন নিতে হলে সকল ব্যাংক এ্যাকাউন্ট-এর তথ্য সরবরাহ করতে হবে এরূপ বিধান করা হয়েছে। নিবন্ধন গ্রহণের পর নতুন কোনো ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুললে তা ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে মূসক কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

৮. উৎসে মূসক কর্তনের পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারী খাতে জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকারীর কমিশনারের কোডে অর্থ জমা দিতে হবে।

৯. ফরম "মূসক-১২খ" এর মাধ্যমে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র ট্রেজারী চালানের মূলকপিসহ উৎসে কর্তনকারীর সার্কেলে প্রেরণ করার বিধনা করা হয়েছে। উৎসে কর্তনকারী যদি দাখিলপত্র প্রদানকারী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে সংশিষ্ট কর মেয়াদে উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ "ফরম মূসক-১৯" এর ক্রমিক নং-৫ এর বিপরীতে প্রদর্শন করবে।

১০. ফরম "মূসক-১২খ" এর অনুলিপি ট্রেজারী চালানের ছায়ালিপিসহ পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নিকট প্রেরণ করার বিধনা করা হয়েছে। পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী তাকে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদানের উলিখিত কর মেয়াদে অথবা অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদে দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উৎসে কর্তিত মূসকের পরিমাণ উলেখ করবেন।

১১. শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিলামে রাবার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩% মূসক অব্যাহতির বিধান করা হয়েছে।

১২. সিগারেটের প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা জারী করা হয়েছে।

১৩. বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা জারী করা হয়েছে।

১৪. সিগারেটের মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৫. মূসক পরিশোধ ব্যতীত রাবার বাগান হতে রাবার অপসারণ সংক্রান্ত বিধিমালা করা হয়েছে।

১৬. বিমান টিকিটের উপর আবগারী শুল্ক সংশিষ্ট মূসক সার্কেলে জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

১৭. মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করলে এবং ১০ শতাংশ খুচরা যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করলে উৎপাদন স্তরে মূসক অব্যাহতি পাবে এরূপ বিধান করা হয়েছে।

১৮. ১ জানুয়ারী, ২০১২ তাং থেকে কতিপয় প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে সফট্ওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত আদেশ জারী করা হয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান বছরে ৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি পরিমাণ স্থানীয় রাজস্ব (মূসক ও সম্পূরক শুল্ক) প্রদান করে সে সকল প্রতিষ্ঠান এই নিয়মের আওতায় আসবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতকগুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার নির্দিষ্ট করে দিবে। সে সকল সফটওয়্যার ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে। তবে, যারা ইতোমধ্যে মূসক দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে সফটওয়্যার ব্যবহার করছে এবং ইত্যাদি আরো কিছু বিষয়সমূহ আদেশ দ্বারা স্পষ্টিকরণ করা হবে।

১৯. কতিপয় সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিলম্বে রাজস্ব পরিশোধ সংক্রান্ত আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

২০. ১৫% মূসক পরিশোধিত চালানপত্র "মূসক-১১" থাকলে উৎসে ৩% মূসক কর্তন করার বিধান বাতিল করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে এখন আর মূসক কর্তন করতে হবে না।

২১. ডেডোর মহাপরিচালককে বিচারিক ক্ষমতা এবং সমহার নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

২২. বিভাগীয় আপীল মামলা ৯ (নয়) মাসের পরিবর্তে ১ (এক) বছরের মধ্যে নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে।

২৩. এই পণ্যসমূহকে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। যথা: ১০০ টাকা কেজি হাতে তৈরী বিস্কুট, ১০০ টাকা কেজি কেক, প্লাস্টিকের তৈরী (মেলামাইন ব্যতীত) বদনা, সাবানদানি, বেবী পটি, টিস্যু হোল্ডার, বেড প্যান, বেবী বাথটাব, মশলার ট্রে, চায়ের ট্রে, আইচ ট্রে, আইচ স্কুপ, সালাদ কাটিং বোর্ড, পিঁড়ি বা টুল, ডিশ র‍্যাক, ময়লার ঝুড়ি, প্যাডেল বিন, ডাস্ট প্যান, গ্লাস স্ট্যান্ড, হ্যাংগার, হাতপাখা, এলপিজি সিলিন্ডার; এ্যালুমিনিয়াম, এমএস শীট, টিন বা স্টিলের তৈরী (এ্যানামেল বা অন্য কোন রং দ্বারা আচ্ছাদিত হোক বা না হোক) কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালীর তৈজসপত্র (প্রেসার কুকার ও উহার যন্ত্রাংশ ব্যতীত); জুট ফাইবার সেপারেটর; বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী কর্তৃক উৎপাদিত ইউএসজি এ্যাপিকেটর;

২৪. ২০১৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে যে সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হবে তাদের জন্য বাড়ি ভাড়ার ওপর মূসক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

২৫. কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃক অর্থ আদান-প্রদান মূসকযোগ্য করা হয়েছে।

২৬. মোবাইলের সিমকার্ডের রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে।

২৭. রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

২৮. কমিশনারের উর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন 'চীফ কমিশনার' পদমর্যাদার একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৯. অন্য কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে - এরূপ বিধান করা হয়েছে (আইনে ধারা-২ক সন্নিবেশ)।

৩০. হীরক (Diamond) বা এইরূপ অন্য কোনো মূল্যবান পাথর বা পদার্থ দ্বারা তৈরী অলংকার "স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোকানদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা" এর আওতায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

৩১. ডকইয়ার্ড এর মূসক ৪.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩২. স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এর মূসক ৪.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ১.৫% ছিল।

৩৩. 'কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম' সেবার ওপর মূসক ৪.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ১৫% ছিল।

৩৪. 'অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম' সেবার ওপর মূসক ৪.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ১৫% ছিল।

৩৫. কেবলমাত্র ৩২ টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে এরূপ বিধান সম্বলিত সাধারণ আদেশ নং-৬৪/মূসক/২০১১ তারিখ: ২৯ জুন, ২০১১ জারী করা হয়েছে।